গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আইন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.১৯.৩৪

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪২৭
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা, ২০২০' এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান।**

সূত্র: ৫৬.০০.০০০০.০২৭.২২.০০২.১৭.৬৯ ২৪ আগস্ট ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা, ২০২০' এর খসড়ার ওপর আগামী ০৭/০৯/২০২০ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য সকল অনুবিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংলগ্নী : বর্ণনামতে।

৩-৯-২০২০
মোঃ সেলিম সিকদার
সহকারী সচিব
ফোন: 01712 74 99 74
ইমেইল: salimsikder20@yahoo.com

অতিরিক্ত সচিব (সকল)

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.১৯.৩৪/১(২)

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪২৭
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৩-৯-২০২০
মোঃ সেলিম সিকদার
সহকারী সচিব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা- ২০২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা- ২০২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৮৮ (ত)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

(১) এই বিধিমালা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) "অপরাধ" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর আওতায় সংগঠিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত এবং এই আইনের আওতায় সংগঠিত অন্য কোন অপরাধকে বুঝাইবে;

(খ) "আইন" অর্থ তথ্য ও যোগা যোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন);

(গ) "ইলেক্ট্রনিক" অর্থ ইলেকট্রনিক্যাল, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, ওয়্যারলেস, অপটিক্যাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তুলনীয় সক্ষমতা রহিয়াছে এইরুপ কোন প্রযুক্তি;

(ঘ) "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) ধারা ২ এর উপধারা ১ এ প্রদত্ত সংজ্ঞা কে বুঝাইবে;

(ঙ) "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) ধারা ৩৬ এর অধীন ইস্যুকৃত কোন সার্টিফিকেট;

(চ) "ডিজিটাল ফরেনসিক" (Digital Forensic) অর্থ অপরাধের বিবরণসহ যুক্তিগত ব্যাখ্যা যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াগতভাবে অপরাধ বা অপরাধীকে শনাক্ত করে;

(ছ) "ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব" (Digital Forensic Lab) অর্থ অপরাধের বিবরণসহ যুক্তিগত ব্যাখ্যা যা দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াগতভাবে অপরাধ বা অপরাধীকে শনাক্ত করা যায় এমন পরীক্ষাগার;

(জ) "ডিজিটাল সাক্ষ্য" (Digital Evidence) অর্থ ডিজিটাল, ইলেক্ট্রনিক বা কম্পিউটার মাধ্যমে সংরক্ষিত বা প্রেরিত তথ্যাদি যা আলামত হিসেবে আদালতে উপস্থাপনযোগ্য;

(ঝ) "তদন্ত" অর্থ এই আইনের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইবার বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুলিশ অথবা নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(ঞ) "তদন্তকারী কর্মকর্তা" অর্থ নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা পুলিশের সাব- ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন পুলিশ কর্মকর্তা।

(ট) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত তফসিলকে বুঝাইবে।

(ঠ) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ ১৯০৮ সালের ৫ নং আইন। (The Code of Civil Procedure 1908, Act No. V of 1908)

(ড) “নিয়ন্ত্রক” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮ (১) এর অধীন নিযুক্ত নিয়ন্ত্রক;

(ঢ) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ ১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন The Code of Criminal Procedure 1898, Act No. V of 1898);

(ণ) “ব্যক্তি” শব্দের আওতায় কোন প্রাকৃতিক সত্তাবিশিষ্ট একক ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সমবায় সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ত) “বিচারক” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের বিচারক;

(থ) “মাধ্যম” অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তি যিনি অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন উপাত্ত-বার্তার প্রেরণ, গ্রহণ, অগ্রায়ন বা সংরক্ষণ করেন বা উক্ত বার্তার বিষয়ে অন্য কোন সেবা প্রদান করেন;

(দ) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে বুঝাইবে।

(ধ) “ সাইবার ট্রাইব্যুনাল” বা “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ ধারা ৬৮ এর অধীনে গঠিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(প) “সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান” অর্থ সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সমূহ বা তার অধীনস্থ সাব সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝাইবে; যেমন- আইএসপি কোম্পানী, আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG) প্রতিষ্ঠানসমূহ, টেলিকম কোম্পানীসমূহ ইত্যাদি;

৩। অভিযোগদায়ের প্রক্রিয়া

(১) এই আইনের আওতায় সংঘঠিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রকের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন;

(২) এই আইনের আওতায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত অপরাধ ব্যতিত সংঘটিত অন্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি নিকটস্থ থানায় অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের অভিযোগ তদন্তে এই বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধির প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে পারিবেন, একইভাবে অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে পারিবেন;

(৪) নিয়ন্ত্রক বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করিবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

৪। **অভিযোগের তদন্ত** (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবেন;

(২) এরুপ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ অনুসরণ করিয়া উক্ত স্থানে প্রবেশ এবং তদন্ত কার্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তল্লাশী (search) করিতে পারিবেন;

(৩) কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন;

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উক্ত উপধারায় উল্লিখিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ একই সাথে তদন্ত করা যাইবে না;

(৫) কোন মামলার যে কোন পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে অধিকতর তদন্ত পরিচালনা করা দরকার সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল আদেশ দ্বারা-

(ক) পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রকের নিকট অথবা

(খ) নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে কোন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন;

(৬) নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট তদন্তভার হস্তান্তর করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি অনুমতিক্রমে এইরুপ নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৭) (ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব পাওয়ার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিবেন;

(খ) তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-বিধি (৭) (ক) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা অনধিক ত্রিশ দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

(গ) উপ-বিধি (৭) (খ) এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন তদন্তকার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে নিয়ন্ত্রক অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বিচারক, ট্রাইব্যুনাল কে অবহিত করিবেন এবং নিয়ন্ত্রক অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিচারক, ট্রাইব্যুনাল এর অনুমতিক্রমে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করিবেন;

(৮) এই বিধি মালার অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাহার তদন্ত কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কিত ডায়েরী এই বিধিমালার তফসিল ১, ফরম-৩ অনুযায়ী কেস ডায়েরী (Case Diary) আকারে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন;

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরীর অনুলিপি অভিযোগনামা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রক অথবা উপযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সময় উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। তদন্তকারী কর্মকর্তার যোগ্যতা

(১) নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই -

(ক) তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক আইন, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা থাকিতে হইবে;

(খ) এই ধরনের তদন্তের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি এবং অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।

৬। তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদন

(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের আওতায় কোন অপরাধ তদন্তের পর, তদন্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণে ক্ষেত্রমতে নিয়ন্ত্রক অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

(২) এরুপ অনুমোদনের জন্য এই বিধিমালার তফসিল ১, ফরম-১ অনুযায়ী অনুমোদনপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

৭। ডিজিটাল আলামত জব্দ করণ (seizure)প্রক্রিয়া

(১) আলামত জব্দ অথবা সংগ্রহের প্রক্রিয়া লিখিত (documented) থাকিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে-

ক) জব্দকৃত আলামত জব্দ তালিকায় (Seizure List) অর্ন্তভুক্ত করিতে হইবে;

খ) আলামত যথাযথ পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে;

গ) জব্দকৃত আলামত ট্রাইব্যুনাল এর অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না;

ঘ) জব্দকৃত আলামত ফ্যারাডে ব্যাগ বা এজাতীয় ব্যাগ এ সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(২) জব্দকৃত আলামত যত দ্রুত সম্ভব নেটওয়ার্ক ও বৈদ্যুতিক সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

(৩) প্রয়োজনে আলামত জব্দ করার সময় ঘটনাস্থল ও আলামতের ভিডিওচিত্র বা স্থিরচিত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। সরেজমিন তদন্তের জন্য কমিশন গঠন

নিয়ন্ত্রক সরেজমিন তদন্তের জন্য এই আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, সেই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর আদেশ ২৬ এর আওতায় কমিশন প্রেরণসহ (ক) উদঘাটন এবং পরিদর্শন; (খ) কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাহাকে শপথের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করা; (গ) কোন দলিল উপস্থাপনে বাধ্য করা; এবং (ঘ) কমিশনে কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা পরীক্ষা করাসহ সকল বিধানাবলি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৯। আলামত, হস্তান্তর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

আলামত সংগ্রহ, হস্তান্তর ও সংরক্ষণ পদ্ধতি এই বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরন করিতে হইবে।

১০। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

(১) নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের আওতাধীন এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব থাকিবে। অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য আদালতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর প্রদত্ত প্রতিবেদন (Report) গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(২) ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের প্রতিবেদনসমূহ এই বিধিমালার ফরম-৬ এ লিপিবদ্ধ করিয়া দাখিল ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। অনুসন্ধান বা তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা

(১) এই আইনের অধীনে তদন্ত কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তি তদন্ত চলাকালে যে সকল বিষয়ে গোচরীভূত হইবেন বা যে সকল বিষয় তার গোচরে আনা হইবে, তাহার যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন;

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধক্রমে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গোপনীয়তার সহিত যে কোন ডিজিটাল আলামতের সংরক্ষণ বা হেফাজতে রাখিতে বাধ্য থাকিবেন।

১২। অনুসন্ধানবা তদন্তে সহায়তা

এই আইনের অধীনে অনুসন্ধান বা তদন্তের স্বার্থে যে কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা আইন- শৃঙ্খলা বাহিনী বা সেবা প্রদানকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তথ্য প্রদানে বা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তে বা অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৩। অতিরাষ্টিক তদন্ত

(১) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে সরকারের অনুমতিক্রমে তাহার তদন্ত করা যাইবে;

(২)এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে বিদেশে অবস্থিত ঘটনাস্থল (place of occurrence) পরির্দশন করিতে পারিবেন;

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক Computer/Cyber Incidence Response Team (CIRT), Computer/Cyber Emergency Response Team (CERT) এমনকি দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক সম্মতির বা সমঝোতার প্রেক্ষিতে অন্য যে কোন রাষ্ট্রের বা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(৪) এছাড়াও, এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে পারস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১৪। নিরাপত্তা ও সমন্বয়ের জন্য টিম গঠন

(১) এই আইনের ৪৭ ধারা ও এই বিধিমালার বিধি ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অপরাধ প্রতিরোধ, সমন্বয় ও তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়ন্ত্রক একটি টিম গঠন করিবেন;

(২) উক্ত দলে যেকোন সরকারি অফিস, বিধিবদ্ধ সংস্থা, আইন- শৃঙ্খলাবাহিনী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে;

(৩) নিয়ন্ত্রক সময়ে সময়ে উক্ত টিমে রদবদল করিতে পারিবেন।

১৫। পরিপত্র জারির ক্ষমতা

এই বিধি বাস্তবায়নে কোন অস্পটতা দেখা দিলে সরকার এই বিধিমালার অন্যান্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে পরিপত্র জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তফসিল-১

ফরম সমূহ

ফরম-১

অনুমোদন পত্র
(বিধি -৬ দ্রষ্টব্য)

কার্যালয়ের নাম
……..।
স্মারক নং তারিখঃ

মামলা নং তারিখঃ……।

বিষয়ঃ মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্রঃ

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য স্মারক ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া এ কার্যালয় পরিতুষ্ট হইয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, এর ৬৯(১) ধারা এবং তথ্য প্রযুক্তি (তদন্ত) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারায় মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইলঃ

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা/ মন্তব্য
(১)		
(২)		
(৩)		

(স্বাক্ষর)
নাম-
পদবী-
দপ্তর-
তারিখ-

বিজ্ঞ বিচারক
ট্রাইব্যুনাল।

অনুলিপিঃ
১. তদন্তকারী কর্মকর্তা।
২. আসামীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

ফরম-২
তদন্ত প্রতিবেদন
[বিধি -৬ দ্রষ্টব্য]

স্মারক

১। মামলার সূত্র: মামলা নং- তারিখ:

ধারা-

২। মামলা দায়েরকারীর নাম, বয়স, পদবী, বর্তমান ঠিকানা :

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে) :

৪। মামলার আসামীদের বিবরণ নাম, বয়স, পিতার নাম বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবি] :

৫। তদন্তে আগত আসামীদের বিবরণ (ক্রমিক নং ৪-এর অনুরুপ) :

৬। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিবরণ (যদি থাকে) :

৯। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী (ঘটনাক্রমে অনুসারে অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করিতে হইবে) :

১০। তদন্ত :

(ক) তদন্তভার গ্রহণঃ

(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শনঃ

(গ) সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ও পর্যালোচনা [ইহাতে জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ও পর্যালোচনা, সাক্ষির বক্তব্য ও পর্যালোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্তের) অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।]

(গ) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১৬১ ও ১৬৪ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ২৯ ধারা মোতাবেক গৃহীত আসামীর বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক ঘটনা প্রবাহের আলোকে সুস্পষ্ট মন্তব্যঃ

(ঙ) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ২৯ ও ৮০ গৃহীত আসামীর বক্তব্য গ্রহণ করা না গেলে উহার কারণ ও বক্তব্য গ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং প্রামাণ্য দলিল সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

(চ) অভিযুক্তদের স্ব স্ব অপরাধের বিবরণ (অপরাধ সংঘটনে আসামীর ভূমিকার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে হইবে।

১১। তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত :

(তদন্তের ফলাফলের আলোকে যুক্তিসংগত কারন উল্লেখপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইহাতে থাকিবে)

(ক) যে সব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে তাহাদের নাম ও অপরাধের ধারা।

(খ) যে সব আসামীকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাহাদের নাম।

(গ) অনুরুপভাবে এফআরটি/এফআর এ্যাজ এমএফ/এফআর এ্যাজ এমএল এর সুপারিশ ক্ষেত্রেও বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। ক্যালেন্ডার অব এবিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি : সংযুক্ত ছক অনুযায়ী।

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম-

পদবী-

দপ্তর-

বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে সম্পাদনযোগ্য আকারে অতিরিক্ত কাগজে দাখিল করা যাবে।

ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি ছক

ক্রমিক নং	জব্দকৃত, সংগৃহীত ও উপস্থাপনযোগ্য সাক্ষ্য	যে বিষয় প্রমাণ করিবে	যা প্রদর্শনী হিসাবে উপস্থাপিত হইবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম-
পদবী-
দপ্তর-

ফরম -৩

দৈনন্দিন তদন্তকার্যের রেজিষ্টার
(বিধি-৪ উপবিধি-৮ দ্রষ্টব্য)

মামলা নং-

ক্রমিক নং	অনুসন্ধান/তদন্ত বিষয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনুসন্ধান/ তদন্তের স্থান	অনুসন্ধান/ তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	যাত্রার সময় ও প্রত্যাবর্তনের সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

(অনুসন্ধান/তদন্তকারী/তদারককারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
নাম-
পদবী-
দপ্তর-

ফরম-৪

অভিযোগ রেজিষ্টার

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগের ধারা	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগ প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম -৫

চেইন অব কাস্টডি ফরম

CHAIN OF CUSTODY

DETAILS OF THE DIGITAL EVIDENCE

Crime number.....

Date of Seizure.....

Name of the I.O.....

Time.....

P.F.Number.....

TECHINAL INFORMATION

MANUFACTURER	MODEL	SERIAL NUMBER	PF NUMBER

DESCRIPTION

CHAIN OF CUSTODY

REASON/ACTION	RECEIVED FROM	RECEIVED BY	DATE	TIME	REMARKS

ফরম -৬

ফরেনসিক রিপোর্ট

১) মামলার সূত্রঃ

২) ফরেনসিক পরীক্ষকের নাম, পদবী ও বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে):

৩) গৃহীত আলামতঃ

৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত বিষয়:

৫) ফরেনসিক পরীক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (**Forensic Acquisition & Exam Preparation**):

৬) বিশ্লেষণ ও মতামত (**Findings and Report**):

৭) সংযুক্তি (ফরেনসিক পরীক্ষায় স্ব স্ব মেশিন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট):

তফসিল- ১

ক. ল্যাব পরিচালনার সাধারণ নিয়মাবলী

১. ফরেনসিক ল্যাবের জন্য একজন ল্যাব ব্যবস্থাপক, একটি সাধারণ যোগাযোগ অর্থাৎ পয়েন্ট অব কনটাক্ট (POC) এবং একটি বিকল্প (ব্যাক-আপ) POC নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে। POC বিষয়ক তথ্য হালনাগাদ তথ্য রাখিতে হবে। ল্যাব ব্যবস্থাপক অথবা তাদের বিকল্প প্রতিভূকে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করা ছাড়াই নিয়ন্ত্রক কে অবগত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২. ল্যাব ব্যবস্থাপক ল্যাবের নিরাপত্তা এবং ল্যাবের আওতাধীন কার্যালয়ের নেটওয়ার্কের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ল্যাব ব্যবস্থাপক এই বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রতিপালনে বাধ্য থাকবেন। নিরাপত্তা ঝুকিঁর বিষয়ে বিধিমালা এবং আওতাধীন পদ্ধতিগুলো অস্পষ্ট বা অনির্ধারিত প্রতীয়মান হলে ল্যাব ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রক কে অবগত করে নিরাপত্তা ঝুকিঁ থেকে রক্ষার জন্য তাঁর জ্ঞাত সর্বোত্তম পন্থা গ্রহণ করবেন।

৩. ল্যাব ব্যবস্থাপক ল্যাবের নিরাপত্তা পদ্ধতিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পদ্ধতির সাথে সমন্বয় সাধন করিবেন।

৪. ল্যাব ব্যবস্থাপক ল্যাবে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কেবলমাত্র ল্যাব ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ল্যাবে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। লাবের কাজে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার স্বল্প সময়ের জন্য অথবা চাকরির নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করা যেতে পারে। ল্যাব ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিনিয়ত প্রবেশ্যতার তালিকা নিরীক্ষণ করবেন এবং ল্যাবে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন হলে প্রবেশাধিকার রহিতকরণ নিশ্চিত করিবে।

৫. ল্যাবে প্রবেশের ক্ষেত্রে এন্ট্রি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রবেশের সময় বর্হিগমনের সময় তাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৬. প্রতিটি ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড/পাসওয়ার্ডগুলো সিসিএ কার্যালয়ের পাসওয়ার্ড গাইডলাইন এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হইবে।

৭. ল্যাবের কোন যন্ত্রে (device) যেকোন ব্যবহারকারীর একাউন্ট উক্ত ব্যবহারকারীর প্রবেশাধিকার সমাপ্ত হওয়ার তিনদিনের মধ্যে মুছে ফেলতে হবে। ইউনিক্স, উইনডোজ, ইত্যাদি গ্রুপ একাউন্টসমূহের পাসওয়ার্ডগুলো প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবর্তন করা আবশ্যক।

৮. ল্যাবের কম্পিউটারগুলোতে অবশ্যই নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার এবং ভাইরাস প্যাটার্ন ফাইলগুলো সবসময় হালনাগাদ করিতে হবে। ভাইরাস আক্রান্ত কম্পিউটারগুলো ভাইরাস মুক্ত হিসাবে স্বীকৃত ও নিরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই নেটওয়ার্ক হতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। ল্যাব এডমিন/ল্যাব ব্যবস্থাপক এন্টি-ভাইরাসগুলো নির্ধারিত সময় পর পর চালু করার এবং কম্পিউটারগুলো ভাইরাসমুক্ত হিসাবে নিরীক্ষা লিখিতভাবে নিশ্চিত করবে।

খ. **ল্যাবের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নিয়মাবলীঃ**

১. সংশ্লিষ্ট সকল নেটওয়ার্ক এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে ফায়ারওয়াল যন্ত্রের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকিবে।

২. নিরাপত্তা ঝুঁকির ক্ষেত্রে ল্যাবের সংযোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ল্যাব ব্যবস্থাপকের থাকবে।

৩. ল্যাব সংশ্লিষ্ট সকল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত (routed) সকল আইপি এ্যাড্রেস (IP Adress) এন্টারপ্রাইজ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা (Enterprise Address Management) ডাটাবেজে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

৪. ল্যাবে কোন বাহিরের সংযোগ (external connection) স্থাপন করতে হলে পূর্বাহ্নে অবশ্যই নকশা (diagram) ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি (documentations) এবং উক্ত কার্যের প্রয়োজনীয়তা, যন্ত্র ও আইপি ঠিকানা বর্ণনাপূর্বক তথ্য নিরাপত্তার
(Information Security) জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে । তথ্য নিরাপত্তা (Information Security) টিম বিষয়গুলো পর্যালোচনাপূর্বক সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এ ধরনের সংযোগ স্থাপন করা যাবে।

৫. মূল ফায়ারওয়াল কনফিগারেশন এবং পরবর্তী কোন পরিবর্তন তথ্য নিরাপত্তা (Information Security)-কে দিয়ে অবশ্যই পূর্বাহ্নে পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করাতে হবে। তথ্য নিরাপত্তা প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া যাবে।

৬. ল্যাব বহির্ভূত নেটওয়ার্কসমূহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন পোর্ট স্ক্যানিং, নেটওয়ার্ক অটো ডিসকভারি, ট্রাফিক স্প্যামিং/ফ্লাডিং এবং অন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকান্ডে কেবলমাত্র ল্যাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৭. ল্যাব সংশ্লিষ্ট তথ্য নিরাপত্তার (Information Security) সকল ডাটা এবং প্রশাসন পদ্ধতির (admin processes) যেকোন সময় নিরীক্ষা (audit) করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে; অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভূত প্যাকেট, ফায়ারওয়াল ও নেটওয়ার্কের যন্ত্রপাতি সমূহকে সীমাহীনভাবে নিরীক্ষাকরণও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে।

৮. ল্যাবের নিজস্ব গেটওয়ে যন্ত্রপাতি গুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদক (product) নিরাপত্তা পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং কর্পোরেট অথেনটিকেশন (Corporate Authentication) সার্ভারগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৯. ল্যাবের নিজস্ব গেটওয়ের সকল যন্ত্রের (device) জন্য ব্যবহৃত পাসওয়ার্রগুলো অবশ্যই ল্যাবের অন্যান্য যন্ত্রের পাসওয়ার্ডসমূহ হতে ভিন্ন হইতে হবে। পাসওয়ার্ডগুলো অবশ্যই সিসিএ অফিসের পাসওয়ার্ড গাইডলাইন অনুসারে হইতে হবে।